PEACOCK GARMENTS AND PRINT

Madrasha road, Vangnahati, Sreepur, Gazipur.

কেমিক্যাল ব্যবহার ও ক্রয় নীতিমালা

(Chemical Useage & Purchasing Policy)

কোম্পানীর প্রতিশ্রুতি ঃ- পিকক গার্মেন্টস এন্ড প্রিন্ট এর কর্তৃপক্ষ মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশের প্রতি পরিপূর্ন দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন পূর্বক শ্রদ্ধাশীল থেকে এই নীতিমালা প্রনয়ন করেছে।

প্রযোজ্য আইন এবং নীতিসমূহ (Relevant Laws & Regulations) ঃ- বিভিন্ন ক্রেতার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, বি.সি.এম.পি গাইডলাইন এইচ.এন্ড.এম।

উদ্দেশ্য ঃ- কেমিক্যাল ব্যবহারকারী সকল কর্মীদের কেমিক্যাল সম্পর্কিত ঝুঁকি নিরুপন, নিরাপত্তা বিধান, কেমিক্যালের ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করা সর্বোপরি কেমিক্যাল বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অগ্নিজনিত যে কোন দূর্ঘটনা নিয়ন্ত্রন ও নিরসন করে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ তৈরী করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

লক্ষ্য ঃ- কর্মক্ষেত্রে নিম্নমানের কেমিক্যাল ক্রয়, দূর্ঘটনা, ঝুঁকি ও Hazard substances এড়ানোই এই নীতিমালার মূল লক্ষ্য।

নীতিমালা ঃ-

১. ECR Team প্রতিনিয়ত Buyer - দের Chemical Restrictions Substance List চেক করবে।

২. কোন কেমিক্যাল কেনার জন্যে ECR Team এবং Purchase team একসাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিবে।

৩. কোন কেমিক্যাল কিনতে হলে Chemical Supplier কে উক্ত Buyer-এর Chemical Restrictions সরবরাহ করতে হবে এবং তাদের কাছে জানতে হবে তাদের কেমিক্যালটি উক্ত Buyer-এর Chemical Restrictions বর্ণিত সকল উপাদান মুক্ত কিনা, যদি মুক্ত থাকে তবে তাদের নিকট থেকে আসল MSDS সংগ্রহ করে তা ECR Team Buyer-এর Chemical Restrictions Substance List এর সাথে মিলিয়ে দেখবে, যদি সঠিক থাকে তবে উক্ত Buyer-এর Compliance certificate চাইতে হবে যাতে অবশ্যই Chemical Manufacturer এর সিল ও Signature থাকতে হবে,Certificate–টি অবস্থাই Manufacturer – এর নিকট থেকে আসতে হবে, এবং যদি Supplier দিতে রাজি হয় তাহলেই উক্ত কেমিক্যাল কেনা যাবে, অন্যথায় তা কেনা যাবে না।

৪. যখন কেমিক্যালটি ফ্যাক্টরীতে আসবে তখন Chemical Store responsible নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি অত্যন্ত ভালভাবে পর্যবেক্ষন করবেঃ

- আসল MSDS আছে কিনা।
- Chemical যে পাত্রে এসেছে তার গায়ে সঠিকভাবে labeling করা আছে কিনা। যদি না থাকে তাহলে ECR team –এর সাথে চেক করে সঠিকভাবে labeling করার ব্যবস্থা করবে।
- Chemical Purchase team এবং ECR team এর সাথে Compliance certificate, Gurantee letter এবং বিভিন্ন ক্রেতার চাহিদা অনুসারে সকল নিরাপত্তা পেপার এর ব্যাপারে যাচাই করবে, যদি উপরে বর্ণিত বিষয় গুলো Buyer এর Chemical Restrictions অনুযায়ী হয়ে থাকে তাহলে Receive করবে এবং MSDS এ বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষন করবে।

৫. **কেমিক্যাল Store ঃ-**

- কেমিক্যাল ষ্টোর সংরক্ষিত হতে হবে, অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমান আলো বাতাস এবং আই ওয়াশ থাকতে হবে।
- তাপমাত্রা ৩০° C এর কাছাকাছি থাকতে হবে।
- আগুনের তাপ, আগুনের উৎস, অগ্নিস্ফুলিংগ, বৈদ্যুতিক স্ফুলিংগ ইত্যাদি অবশ্যই দূরে রাখতে হবে।
- ডিজেল, ইঞ্জিন লুব অয়েল ও মেশিন অয়েল ব্যবহারের স্থানে ধূমপান ও আগুনের ব্যবহার সম্পূর্ন নিষেধ।
- সেকেন্ডারী কনটেইনার ব্যবহার করতে হবে। খালি কনটেইনার ব্যবহারে সময় সতর্ক থাকতে হবে।
- কেমিক্যাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে FIFO (First in-First out) নিয়ম মেনে চলতে হবে।

৬. কেমিক্যাল ষ্টোর থেকে মিক্সিং কক্ষে নিয়ে যাওয়ার সময় অবশ্যই ঢেকে ও সাবধানে নিতে হবে।

৭. **কেমিক্যাল মিক্সিং কক্ষ ঃ-**

- কেমিক্যাল মিক্সিং কক্ষে পর্যাপ্ত পরিমান আলো ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা এবং আই ওয়াশ থাকতে হবে।
- মিক্সিং কক্ষে বাংলা MSDS থাকতে হবে।
- কেমিক্যাল মিক্সিং এর সময় অবশ্যই রাবার হ্যান্ড গে-াভস ও গামবুট ও আই প্রটেক্টর (চশমা) ও মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
- মিক্সিং কালার সংরক্ষন করলে অবশ্যই কন্টেইনার এর গায়ে তারিখ, বায়ারের নাম, ষ্টাইল উলে-খ করতে হবে।
- মিক্সিং কালার সংরক্ষন বেশি দিন (৩-৪ মাস) করা যাবে না। বেশি দিন সংরক্ষন করলেও প্রোডাকশনে তা ব্যবহার করা যাবে না।

৮. **প্রোডাকশন ফ্লোরে কেমিক্যাল ব্যবহারের নিয়ম ঃ-**

- কেমিক্যাল ব্যবহারের সময় অবশ্যই হ্যান্ড গে-াভস, মাস্ক, এপ্রোন, গামবুট ও আই প্রটেক্টর (চশমা) ব্যবহার করতে হবে।
- কেমিক্যাল পাত্রে অবশ্যই Hazards চিহ্ন থাকতে হবে।

৯. কেমিক্যালের খালি কন্টেইনার অবশ্যই ETP water line এ পরিস্কার করে Wastage store room এ রাখতে হবে।

১০. **কেমিক্যাল ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিক ও প্রাথমিক চিকিৎসা সমূহ ঃ-**

- **চোখ ঃ-** চোখের জ্বালাপোড়া দেখা দিতে পারে, চোখ ফুলে যেতে পারে এবং চোখে পানি আসতে পারে।
  প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ- যদি চোখে যায় দ্রুত সম্ভব প্রচুর পানি দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলতে হবে।
- **ত্বক ঃ-** ত্বকে প্রদাহ দেখা দিতে পারে। দীর্ঘ সংস্পশের কারনে ত্বকের তেল হ্রাস পেতে পারে,ত্বক শুস্ক হয়ে পড়তে পারে এবং ত্বকে ফাটল দেখা দিতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ- যদি শরীরের কোন স্থানে লেগে যায় তখন ঐ স্থান প্রচুর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে সাবান ব্যবহার করতে হবে।

- নিঃশ্বাস গ্রহণঃ- নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাষ্প অথবা ধোঁয়া গ্রহণ করার ফলে মিউকাস ত্বকের এবং উপরের শ্বাস নালীর জ্বালাপোড়া দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত মাত্রায় উন্মোচনের ফলে মাথা ব্যথা, ঝিমুনী, তন্দ্রালুতা, নিঃশ্বাসের কষ্ট, হৃদকম্পে সমস্যা, অনিয়মিত হৃদকম্প, স্বল্পস্থায়ী নিঃশ্বাস, অচেতনতা এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

  প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ- নিঃশ্বাসের সাথে ভিতরে চলে গেলে মুক্ত বায়ু সেবন করতে হবে। যদি সমস্যা বেশি হয় ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

- গলাধঃকরণঃ- এর ফলে আন্ত্রিক প্রদাহ, বমিভাব দেখা দিতে পারে এবং বমি হতে পারে, স্নায়ুতন্ত্র প্রভাবিত হতে পারে। গিলে ফেলার ফলে ফুসফুসে সমস্যা দেখা দিতে পারে এবং বমি করার ফলে ফুসফুসের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে।

  প্রাথমিক চিকিৎসা ঃ- দুর্ঘটনা বশতঃ খেয়ে ফেললে মুখ দ্রুত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। মুক্ত বায়ু সেবন করতে হবে এবং দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

১১. কেমিক্যালের অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা সমূহ ঃ-

যদি কোন কারণে কেমিক্যাল রুমে অগ্নি দূর্ঘটনা ঘটে তবে নিম্নোক্ত উপায়ে অগ্নি র্বিাপন করতে হবে।

- নির্বাপক মাধ্যম ঃ- ড্রাই পাউডার, ফোম, কার্বন ডাই অক্সাইড।
- নির্বাপক কর্মীর নিরাপত্তা ঃ- প্রত্যেক অগ্নি নির্বাপক কর্মীকে সুবিধাজনক গ্লোভস, বুট ও অগ্নি প্রতিরোধক পোশাক পরিধান করতে হবে।

১২. কেমিক্যাল দূর্ঘটনা যেন না ঘটে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ সমূহ ঃ-

শুধুমাত্র কেমিক্যাল সংশি- ষ্ট নির্ধারিত ব্যক্তিগণই উপরোক্ত কেমিক্যাল সমূহ ব্যবহার করে থাকে এবং যথাযথ ভাবে রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়। সকল কর্মীকে কেমিক্যাল ব্যবহারের নিয়মাবলী (M.S.D.S & P.P.E Training) - এর মাধ্যমে কর্মীদের ব্যবহৃত সকল কেমিক্যালের পরিচয়, কি কি উপাদান দিয়ে তৈরী, এদের ব্যবহার বিধি, ক্ষতিকর দিকসমূহ ছাড়াও এগুলো মানব দেহের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর এইসব বিষয়ে কর্মীদের সম্যক ধারনা দেয়া হয়। কেমিক্যাল ব্যবহারের জায়গায় M.S.D.S এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সামগ্রী ব্যবহার না করলে কিকি ক্ষতি হতে পারে তার পোষ্টার দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কেমিক্যাল নির্দিষ্ট স্থানে সাধারন কর্মীদের নাগালের বাইরে সংরক্ষিত স্থানে রাখা হয়, যেন কোন অবস্থাতেই সাধারন কর্মীরা কেমিক্যাল এর সংস্পর্শে আসতে না পারে।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ- একটি সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে "কেমিক্যাল ব্যবহার ও ক্রয় নীতিমালা" বাস্ড়বায়িত হবে। এই সাংগঠনিক কাঠামো ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য বিশিষ্ট "কেমিক্যাল ব্যবহার ও ক্রয় নীতিমালা" কমিটি নামে পরিচালিত হবে এবং "কেমিক্যাল ব্যবহার ও ক্রয় নীতিমালা" নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে কাজ করবে। কাঠামো চিত্র নিম্নে প্রদত্ত ঃ-

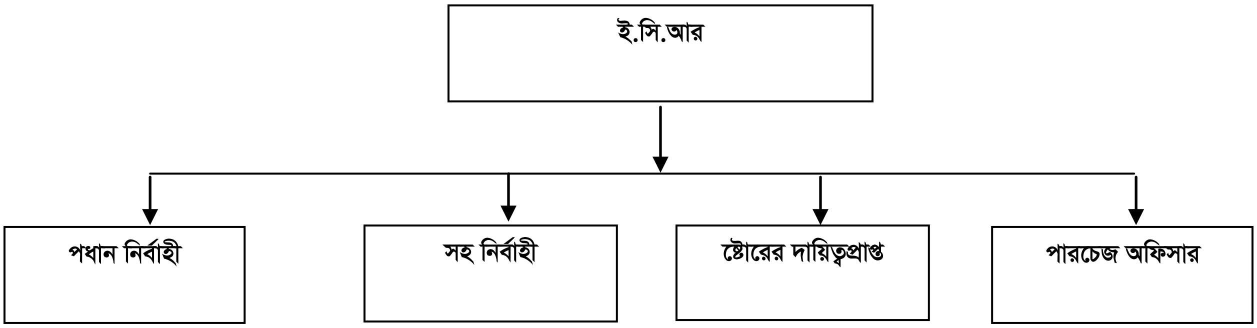

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের দায়িত্বসমূহ ঃ-

জি.এম ঃ- কে এমন ক্ষমতা প্রদানকরা আছে যে, সকল কেমিক্যাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে বায়ার চাহিদা মেনে সঠিক পন্য ব্যবহার নিশ্চিত করা। সকল কেমিক্যাল ইনভেনটরি, M.S.D.S, Chemical Certificate সহ সকল বায়ারের হালনাগাদ Chemical Restrictions Substance List সংগ্রহ নিশ্চিত করা। ট্রেনিং ও প্রশিক্ষন দেয়া।

নির্বাহীঃ-

- পলিসি বাস্তবায়নের ব্যাপারে সকল সেকশনের সাথে সমন্বয় করা।
- পলিসি বাস্তবায়নের ব্যবাপারে কোন বিচ্যুতি ঘটলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- কেমিক্যাল ষ্টোর সুষ্ঠু পরিচালনা তদারকি করা।
- সকল M.S.D.S বাংলায় তৈরী করা।

ষ্টোর অফিসার ঃ-

- ষ্টোর সুষ্ঠু পরিচালনা করা, সকল বায়ার নিয়মানুসারে আলাদা আলাদা করে কেমিক্যাল সংরক্ষন করা।
- সকল কেমিক্যালের পাত্র সঠিক ভাবে লেবেল, বাংলা ও ইংরেজি M.S.D.S. ঝুলিয়ে রাখা।
- আগে প্রবেশ আগে বাহির নীতি মেনে কেমিক্যাল প্রদান।

পারচেজ অফিসার ঃ-

- উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুসারে কেমিক্যাল জোগার করা।

- কেমিক্যাল এর সঠিক সাপলাইয়ার খুজে বের করা যারা সকল ডকুমেন্টস সহ সঠিক মানের কেমিক্যাল সরবরাহ করতে পারবে।।
- সকল কেমিক্যালের আসল কাগজ পত্রাদির ব্যবস্থা করা।

কেমিক্যাল পারচেজ ফ্ল ডায়াগ্রাম

যোগাযোগ ও বাস্তবায়ন

কার্যক্রম সমূহ	যোগাযোগের ধরন	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়নের সময়	সময়সীমা
১. সদস্যদের অবহিত করা।	সভার মাধ্যমে (সভার কার্যবিবরনী সংরক্ষন করা হয়)	নীতিমালা বাস্তবায়ন কারী সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ	নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত / পরিবর্ধন এর পর।	প্রয়োজনানুযায়ী
২.মিডলেভেল কর্মকর্তাদের অবহিত করা।	সভা/ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে এবং উক্ত সভা/ প্রশিক্ষনের সময় ও কার্যবিবরণী সংরক্ষন করা হয়।	এ.জি.এম	নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত / পরিবর্ধন এর পর।	প্রয়োজনানুযায়ী
৩. পুরাতন শ্রমিক/ কর্মচারীদের অবহিত করা হয়।	সভা/ প্রশিক্ষন/ পি.এ সিষ্টেম/ নোটিশ বোর্ডে মাধ্যমে এবং উক্ত সভা/ প্রশিক্ষনের সময় ও কার্যবিবরণী সংরক্ষন করা হয়।	নীতিমালা কমিটির সদস্যগন	যত শীঘ্রই সম্ভব সকল পুরাতন শ্রমিক/ কর্মচারীদের অবহিত করা।	ট্রেনিং সময়সূচী অনুযায়ী
৪. কাজে যোগদানকৃত নতুন শ্রমিক/ কর্মচারীদের অবহিত করা হয়।	সভা/ প্রশিক্ষন/ পি.এ সিষ্টেম/ নোটিশ বোর্ডে মাধ্যমে এবং উক্ত সভা/ প্রশিক্ষনের সময় ও কার্যবিবরণী সংরক্ষন করা হয়।	নীতিমালা কমিটির সদস্যগন	যোগদানের পর যত শীঘ্রই সম্ভব।	ট্রেনিং সময়সূচী অনুযায়ী
৫. সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।	সভার মাধ্যমে (সভার কার্যবিবরনী সংরক্ষন করা হয়)।	নীতিমালা বাস্তবায়ন কারী সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ	”কেমিক্যাল ব্যবহার ও ক্রয় নীতিমালা” প্রতিষ্ঠিত/ পরিবর্ধন এর পর।	প্রয়োজনানুযায়ী

ফিডব্যাক এবং কন্ট্রোল

কার্যক্রম সমূহ	যোগাযোগের ধরন	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা
১. ইন্টারনাল অডিট	ইন্টারনাল অডিট করা হবে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করেঃ • শ্রমিক/ কর্মচারীদের ইন্টারভিউ. • ডকুমেন্ট পরীক্ষা. • চাক্ষুষ নিরীক্ষন. * কেমিক্যাল ষ্টোর ব্যবস্থাপনা, কেমিক্যাল ইনভেনটরি ও ডকুমেন্ট নিরীক্ষন করা। * ফ্লোর পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা।	ইন্টারনাল অডিট টিম	প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনুসারে।
২. রিপোটিং	* অডিট এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্যাগুলোর ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরী করা। * সদস্য ও সর্বোচ্চ কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত করা। * সমস্যার কারন নির্ণয় করা। * CAP তৈরী করা।	”কেমিক্যাল ব্যবহার ও ক্রয় নীতিমালা” নীতিমালা বাস্তবায়নকারী সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।	যত শীঘ্রই সম্ভব।
৩. কন্ট্রোল	* পুণঃ কোন সম্ভাব্য দূর্ঘটনার জন্য বিপদ বিশ্লেষন করা। * নিবারক কার্যাবলী-আয়ত্বাধীন কোন সমস্যা পুনঃ হলে নিবারনের জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।	”কেমিক্যাল ব্যবহার ও ক্রয় নীতিমালা” নীতিমালা বাস্তবায়নকারী সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।	প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনুসারে।
৪. রিমেডিয়েশন	* যদি ফিডব্যাক এর ফলাফলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পরিবর্তন দরকার হয় , সেভাবে পরিবর্তন করা হবে।	”কেমিক্যাল ব্যবহার ও ক্রয় নীতিমালা” নীতিমালা বাস্তবায়নকারী সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।	প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনুসারে।

-------　　　　　　　　　　---------

প্রস্তুতকারী　　　　　　　　　　**অনুমোদনকারী**